14 JUN 1989
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 5 ...

সরিষাবাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চরম সংকটের মুখোমুখি

॥ সুকান্ত সাহা ॥

সরিষাবাড়ী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন চরম সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা ও আসবাবপত্রের সংকট রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটছে। এছাড়া বই, কাগজ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং অভিভাবকের আর্থিক সংকট থাকায় উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। সরিষাবাড়ীতে মোট ৮০টি সরকারী ও ৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদা ও উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ খড় ছন বা টিনের ছাউনী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে উপজেলার এ সকল বিদ্যালয়গৃহের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

কামরাবাজ ইউনিয়নের কামরাবাজ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় ধসে পড়ে বিরাট ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির দরজা-জানালা ভাংগা থাকায় গরু-ছাগলের অবাধ বিচরণ করতে দেখা যায় এবং স্কুলের বেঞ্চ-টেবিল চুরি হয়ে যায়। স্কুলটি রাস্তার চেয়ে অনেক নীচুতে হওয়ায় সামান্য বন্যার সময়ই হাঁটু পর্যন্ত পানির নীচে তলিয়ে যায়।

পোগলদীঘা ইউনিয়নের বগারপাড় গ্রামের ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরের বেড়া, চেয়ার-টেবিল বেঞ্চ-এর অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাদুর-ছালা পেতে ক্লাশ করতেহচ্ছে।

মহাজান ইউনিয়নের বিলবালিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর করুণ দশা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ঘরের বেড়া নেই। তাছাড়া বিগত কালবৈশাখীর ফলে অধিকাংশে বিদ্যালয়ের চালা উপড়ে গিয়েছে। সেখানেও ছাত্র-ছাত্রীদের মাদুর পেতে ছালা পেতে ক্লাশ করতে হয়।

উপজেলার কামরাবাজ ইউনিয়নের কোণাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়েছে। স্কুলটি বাঁশ দ্বারা ঠিকা দিয়ে কোন রকমে দাঁড় করে রাখা হয়েছে। এ স্কুলটিতেও অধিকাংশ বেঞ্চ-টেবিল ভাংগা। ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে কোন রকমে ক্লাশ করতে হচ্ছে।

এদিকে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শৌচাগার ও পায়খানার অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের যত্রতত্র পয়ঃপ্রণালী করতে দেখা যাচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোয় প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম। বই-পুস্তক, কাগজ-কালীসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ও আর্থিক সংকটের ফলে সরিষাবাড়ীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী হ্রাস পাচ্ছে।